তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ......

কালের কণ্ঠ

বেসরকারি স্কুল-কলেজ

বিশেষ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকতে পারবে না

হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ

নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷ সংসদ সদস্যরা ইচ্ছামতো নিজ এলাকার বেসরকারি কলেজ বা স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি থাকতে পারবেন না। এমনকি শিক্ষা বোর্ড ও সরকারের অনুমতিসাপেক্ষে অনির্বাচিত , লোকদের নিয়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিশেষ ব্যবস্থাপনা কমিটিও গঠন করা যাবে না। নির্বাচনের মাধ্যমে সভাপতি হতে হবে। এই নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন করতে শিক্ষাসচিব, আইনসচিব ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দেশের যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে তা বাতিল করে অ্যাডহক কমিটি গঠন করে ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।

সংসদ সদস্যদের ইচ্ছামতো নিজ এলাকার বেসরকারি কলেজ বা স্কুলের

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ৮

বিশেষ ব্যবস্থাপনা –

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হওয়ার বিধান বাতিল ও অবৈধ বলে হাইকোর্টের দেওয়া পূর্ণাঙ্গ রায়ে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গতকাল রবিবার এ রায় প্রকাশিত হয়েছে। রায়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি এ-সংক্রান্ত ২০০৯ সালের 'মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা'-এর ৫ ও ৫০ ধারা সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে তা বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া রায়ের কপি পাওয়ার ৬০ দিনের মধ্যে এ-সংক্রান্ত সব আইন ও বিধিমালা সংশোধন করতে০ শিক্ষাসচিবকে বলেছেন আদালত।

রায়ে বলা হয়েছে, সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রতি পাঁচ বছর পর পর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবিধানিক বিধান রয়েছে। তা হলে গভর্নিং বডির সভাপতি কেন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন না?

রায় প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ড. ইউনুস আলী আকন্দ সাংবাদিকদের বলেন, এই রায় দেশের সব বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

রায়ে বলা হয়েছে, বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০০৯-এর ৫(১)(২) ও ৫০ ধারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশ-১৯৬১-এর ৩ ও ৩৯(২) ধারার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কারণ অধ্যাদেশের এ-সংক্রান্ত ধারায় এমন কোনো মতামত দেওয়া হয়নি যে–কোনো সংসদ সদস্যকে বিনা নির্বাচনে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বা বিশেষ কমিটি গঠন করা যাবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যাদেশের আলোকে দেশের সব শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ডিগ্রি কলেজগুলোর প্রবিধানমালায় বিনা ভোটে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ও বিশেষ কমিটি গঠনের কোনো বিধান থাকলে তা একই যুক্তিতে বাতিল ঘোষিত হবে। কারণ শিক্ষাব্যবস্থায় সমান অবস্থা নিশ্চিত করতেই এটি করতে হবে।

হাইকোর্ট গত ১ জুন এক রায়ে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনার জন্য বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এমপির নেতৃত্বাধীন বিশেষ কমিটি অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে নতুন করে অ্যাডহক কমিটি করে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন দিতে নির্দেশনা দেন। এ ছাড়া সংসদ সদস্যদের ইচ্ছামতো নিজ এলাকার বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কলেজ ও স্কুল) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হওয়ার বিধান বাতিল ও অবৈধ বলে রায় দেন হাইকোর্ট।

১৯৬১ সালে করা অধ্যাদেশের ক্ষমতাবলে ২০০৯ সালে ৮ জুন 'মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধানমালা-২০০৯' প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ আইনের ৫ ধারায় সংসদ সদস্যদের ইচ্ছামাফিক কমিটির সভাপতি হওয়া এবং ৫০ ধারায় বিশেষ কমিটি গঠনের বিধান রয়েছে। এ আইনে ২০১২ সালে রাশেদ খান মেননকে প্রধান করে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ২০১৩ সালে রিট আবেদন করেন (রিট নম্বর-২০৪৩/২০১৩) ইউনুস আলী আকন্দ। হাইকোর্ট ওই বছরই এ বিষয়ে রুল জারি করেন। পরবর্তী সময়ে এ রুল অকার্যকর হয়ে যায়। এরপর সম্পূরক রিট আবেদনের শুনানি শেষে রায় দেওয়া হয়।